৫০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...10 JAN 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

কড়াকড়ি শিথিল হচ্ছে, আসন বাড়ছে প্রায় ২০ ভাগ

কৈলাস সরকার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের অনার্স ভর্তি পরীক্ষা আগামী এপ্রিলে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। এবারের পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অন্যান্য বছরের তুলনায় শিথিল করা হবে। এছাড়া গত বছরের তুলনায় এবার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ আসন বাড়ানো হবে। ভর্তি ফরম ছাড়া হবে ঈদের পর। সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সূত্র জানায়, প্রতিবছর বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটের কারণে ভর্তি পরীক্ষা অনেক বিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমশ সেশন জট বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া দেরিতে ভর্তি করায় ক্লাস শুরুও দেরিতে হয়। ফলে অধিকাংশ বিভাগই তাদের কোর্স শেষ করতে পারে না। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় রেখে এবারে ভর্তি পরীক্ষা তাড়াতাড়ি নেয়া হবে।

গত বছর (১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ) এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় মে মাসে। এবার গত বছরের চেয়ে প্রায় ২ মাস আগে এ পরীক্ষা নেয়ার উদ্যোগ সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিলের একজন সদস্য জানান, সময়ের অভাবে অনেক পরীক্ষার খাতা ভালমতো পরীক্ষা করা হয় না। আগে পরীক্ষা হলে পরীক্ষার খাতাগুলো ধীরেসুস্থে ভালমতো দেখা হবে এবং জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ক্লাস শুরু সম্ভব হবে।

অন্য একটি সূত্র জানান, পরীক্ষা মার্চ মাসে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে বুয়েট এবং মেডিক্যালের পরীক্ষাশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রী যখন পরে অনুষ্ঠিত বুয়েট বা মেডিক্যালের ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় তখন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সেখানে চলে যায়।

সূত্র জানান, এবারের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে অনেকটা শিথিলতা আনা হবে। সূত্রে মতে, এবার কলা অনুষদ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে এসএসসি ও এইচএসসি'র দু'টিতে দু'টি দ্বিতীয় বিভাগ অথবা কোন একটিতে প্রথম বিভাগ পেলে, অন্যটি তৃতীয় বিভাগ হলেও ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। গত বছর এসএসসি বা এইচএসসি'র কোনটিতে তৃতীয় বিভাগ থাকলে তাকে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হয়নি।

'বিজনেস স্টাডিজ' অনুষদে ভর্তির জন্য এবারের ন্যূনতম যোগ্যতা হতে হবে দু'টি দ্বিতীয় বিভাগ। এখানে কোন তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এসএসসি ও এইচএসসি'র দু'টিতে আলাদা আলাদাভাবে ৫শ' নম্বর পেতে হবে। গত বছর ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল ১১০০ নম্বর। এছাড়া জীব বিজ্ঞান এবং ফার্মেসী অনুষদে ভর্তির আবেদনের জন্য দু'টি প্রথম বিভাগ হলেই চলবে। যেখানে গত বছরের ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল ১৩০০ নম্বর।

এবারেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। গত বছর থেকে প্রিলিমিনারী ভর্তি পদ্ধতি বাতিল করায় ভর্তি ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪

ভর্তি ঃ কড়াকড়ি শিথিল হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আনুপাতিক হারে অনার্সে ভর্তির আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে বলে সূত্র জানান। এবারে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ বেশি আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। সে অনুসারে এবারে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হবে। যেখানে গত বছরের আসন সংখ্যা ছিল ৩৮৮০টি।

এবারের পরীক্ষার আগে কর্তৃপক্ষ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রশ্নপত্র তৈরি এবং তার গোপনীয়তার ব্যাপারে। বিগত বছরে দু'-একবার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তার গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়ায় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নেন। সূত্র জানান, এবারে ৩ সেট প্রশ্ন তৈরি করা হবে। কোন সেট প্রশ্ন ছাড়া হবে তা পরীক্ষা শুরুর মাত্র ১ ঘন্টা বা আধা ঘন্টা আগে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এছাড়া, পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা যাতে একে অপরেরটা দেখে না লিখতে পারে সে ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে। সে ক্ষেত্রে একই বেঞ্চে পাশাপাশি সিটে বসা ছাত্রছাত্রীদের সমমানের ভিন্ন প্রশ্নপত্র দেয়া হতে পারে।